শ্রীগুরু কথামৃত বিন্দু

১ম সংখ্যা । ২০২১

শ্রীশ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী
গুরুমহারাজের শিষ্যবৃন্দ এবং তাঁর শুভাকাঙ্ক্ষীদের জন্য

যমরাজের প্রেমোল্লাস

শ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী মহারাজের
সঙ্কলন থেকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এবং তাঁর
ভক্তমণ্ডলীর লীলাকথা

শ্রীগুরু মুখপদ্ম বাক্য, পৃষ্ঠা-৮

জগাই আর মাধাই যখন উদ্ধার হল, তখন নানা দেব-দেবতারা অন্তরীক্ষ থেকে সেই দৃশ্য অবলোকন করছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ যখন অবতরণ করেছিলেন, তখনও প্রত্যেকের দৃষ্টি ছিল এই গ্রহলোকটির দিকে। শ্রীকৃষ্ণের ভক্তমণ্ডলীর সাথে তাঁর লীলাবিলাস দেবতাদের কাছেও গুরুত্বপূর্ণ।

সেই রকম, যখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এবং নিত্যানন্দ প্রভু জগাই আর মাধাইকে উদ্ধার করলেন, তখন যমরাজের প্রধান হিসাবরক্ষক চিত্রগুপ্ত মর্মাহত হলেন। এই দুই ভাই এতই কর্মফল পুঞ্জীভূত করেছিল যে, যমরাজ চতুর্দশ ভুবনের এক বিশেষ জায়গায় তাদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা ইতিমধ্যেই করে ফেলেছিলেন। আচম্বিতে এক ঝটিকাবর্তে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাদের সকল কর্মফল মোচন করে দিলেন আর তারা মুক্ত হয়ে গেল।

মৃত্যুদণ্ড থেকেও অব্যাহতি দেওয়ার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির আছে। সেই রকম, কাউকে অব্যাহতি দেওয়ার ক্ষমতা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কিংবা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আছে। যমরাজের

ধামে খুব আলোচনা চলছিল যে, এই দুই ভাইয়ের এত কর্মফল ছিল আর কি করে তা একেবারে সব পরিষ্কার হয়ে গেল। প্রত্যেকে তাই নিয়ে কথা বলছিল।

যখন এই ব্যাপারটি হয়, যমরাজ তখন বাইরে গিয়েছিলেন আর তাঁর ফেরার পরে, তাঁর পরিচারকেরা তাঁকে বলল যে, দুই ভাইয়ের কুকর্মের বোঝা হয়েছিল বিপুল এবং শ্রীচৈতন্য এক ঝটকায় সে-সবই ক্ষমা করে দিয়েছেন, আর তাদের খাতা একেবারে পরিষ্কার করে ফেলেছেন!

যমরাজ শুধোলেন, "কত কুকর্ম তারা করেছিল?" ওরা বলল, "তা যদি আমরা লিখে রাখতাম, তা হলে বড় বড় গুদাম আর অনেকগুলি ঘর একেবারে বোঝাই হয়ে ঠাসা হয়ে যেত।"

তখন যমরাজ শুধোলেন, "আচ্ছা, এ কেমন করে হল?"

ওরা বলল, "শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু আর শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু ওদের ক্ষমা করে দিলেন আর তাদের দীক্ষা দিয়ে দিলেন। এখন ওরা মুক্ত।"

সাধারণত, যমরাজ আর তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গরা মিলে তাঁদের নিজেদের পদ্ধতি মতো শুধুই গতানুগতিকভাবে কর্মফলগুলির বন্দোবস্ত করে থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ এই সমস্ত ব্যাপার থেকে দূরে সরে থাকেন। তিনি এই সমস্ত ব্যাপার সাধারণ চলতি নিয়ম-নির্দেশাদি অনুসারেই হতে দিতে চান। ঠিক যেমন সরকার কোনও আইন করেন এবং আইনটিকে নিজের ধারা মতোই কার্যকরী হতে দিতে চান। প্রধান মন্ত্রী আছেন, তা হলেও খুব গুরুতর আর জরুরী কিছু না হলে তিনি নিজে এ সবের মধ্যে আসেন না।

ঠিক সেভাবেই, কোনও ভক্তের ক্ষেত্রে যদি কিছু না ঘটে, তা হলে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং কর্মফলের বিধিনিয়মে হস্তক্ষেপ করেন না। যদি তিনি হস্তক্ষেপ করতে চান, স্বচ্ছন্দে তিনি তা করতেই পারেন। শ্রীকৃষ্ণের কাছ হতে গুরু পরম্পরাগত পারমার্থিক দীক্ষাগুরুর কাছে ভক্ত যখন আত্মসমর্পণ করে, তখন আর যমরাজ নিজে কর্মফলের ব্যবস্থা করতে বা নিজের ক্ষমতা কাজে লাগাতে চান না। তার বদলে, শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং

কর্মফলের দায়িত্ব গ্রহণ করে নেন।

তাই যমরাজ এখন জগাই আর মাধাই- এর ব্যাপারে কিছু করার দায়-দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে গেলেন। যমরাজের দিক থেকে ওদের হিসাব পরিষ্কার হয়ে গেল। যখন যমরাজ সব শুনলেন, তিনি হঠাৎ মুর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন। তাঁদের কাছে এটা একেবারেই অভাবনীয়। তখন চিত্রগুপ্ত আর সকলে তাঁর জ্ঞান ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করতে লাগল, কিন্তু যমরাজ হয়ে থাকলেন নিশ্চল।

শিব ছিলেন নবদ্বীপে এবং তিনিও জগাই আর মাধাই এর ব্যাপারে যা কিছু ঘটছিল, সবই লক্ষ্য করছিলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপা দেখে তিনি খুবই মুগ্ধ হলেন। তারপর তিনি দেখতে এলেন যমরাজ কি করছেন, আর যখন সেখানে এলেন, তিনি দেখলেন যমরাজ অচৈতন্য হয়ে পড়ে রয়েছেন। শিব খোঁজ করলেন যে, কি হয়েছে। তারা তাঁকে বলল যে, যমরাজ জগাই আর মাধাই-এর উদ্ধারের কথা শুনলেন আর তার পরেই প্রাণ হারালেন!

যমরাজের লক্ষণাদি থেকে শিব দেখতে পেলেন যে, তিনি সমাধি প্রাপ্ত হয়েছেন। তিনি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথা চিন্তা করতে করতে ভাবসমাধিতে মগ্ন হয়ে গেছেন। তিনি ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের মহান এক ভক্ত।

কৃষ্ণপ্রেমে যমরাজ অচৈতন্য হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর সহকারীরা যে ভেবেছিল, তিনি মর্মাহত হয়েছেন বলেই অমন হয়েছে, তা নয়।

শিব বললেন যে, তাঁর চৈতন্য ফিরিয়ে আনার একমাত্র উপায় হল হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ কীর্তন করা। তখন তিনি যমলোকের সমস্ত সহকারী পরিচারকদের নিয়ে–

“হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥”

জপ কীর্তনে মগ্ন হলেন। সত্যি সত্যিই খুব শিগ্রী যমরাজের চেতনা ফিরে এল। যমরাজ কীর্তন করে যেতে বললেন এবং তখন শিব আর অন্য সমস্ত দেবতাদের নিয়ে মহাসঙ্কীর্তন শুরু হয়ে গেল।

শ্রীগুরু কথামৃত বিন্দু

জে.পি.এস আর্কাইভস

ফ্ল্যাট এস-১, তৃতীয়তল, প্রভুপাদ নিবাস, অভয়নগর,

পোঃ- শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪১৩১৩।

magazine.jpsarchives@gmail.com

+919681916108

www.jayapatakaswamiarchives.net

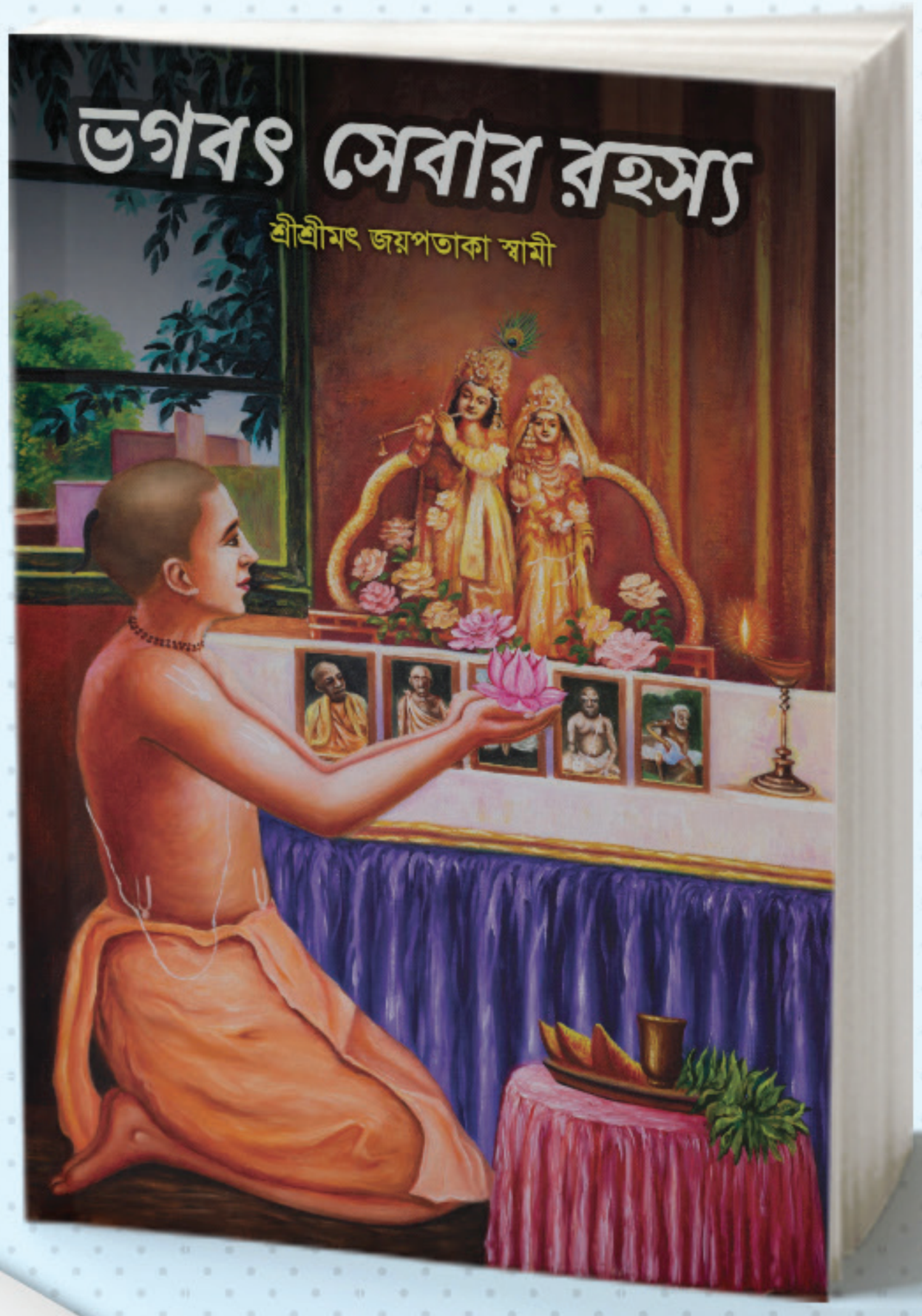

ভিক্টোরী ফ্লাগ পাবলিকেশন্স প্রকাশিত

লেখক: শ্রীশ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী

+919800915553